দুদকের মামলায় গুলশান থানার ওসি মেহেরপুরের ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীর সাজা

বেতনের চেয়ে বহুগুণ বেশি অর্থের সন্ধান মিলেছিল ব্যাংকে, সেই অর্থের বৈধ কোনো উৎস না মেলায় রাজধানীর গুলশান থানার সাবেক ওসি ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীকে যেতে হচ্ছে জেলে।

ফিরোজ কবির মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি পশ্চিমপাড়ার ওলি মোহাম্মদের ছেলে। তার অপর ভাই আজিজুল ইসলাম বারাদী বাজারের একজন সার ব্যবসায়ী।

দুদকের দায়ের করা মামলার রায়ে ফিরোজ কবিরকে ৬ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভাকে ৪ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

ঢাকার ৯ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান আজ বুধবার আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের পর ওই দম্পতিকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

ফিরোজ কবিরকে কারাদণ্ডের পাশাপাশি অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ, অর্থাৎ এক কোটি ৭৪ লাখ ৩৪ হাজার ৩৮৮ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘোষিত আয়ের বাইরে যে ৮৭ লাখ ১৭ হাজার ১৯৪ টাকা তার অ্যাকাউন্টে পাওয়া গেছে, তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
রায়ের দিন থেকে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে ফিরোজ কবিরকে ওই অর্থদণ্ডের টাকা পরিশোধ করতে হবে। তা দিতে না পারলে দণ্ডবিধির ৩৮৬ ধারা অনুযায়ী তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান এ আদালতের বেঞ্চ সহকারী সাইফুল ইসলাম।

দুদকের সহকারী পরিচালক সৈয়দ আতাউল কবির ২০১৭ সালের ৩ অক্টোবর গুলশান থানায় ওই দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলাটি তদন্তের পর ২০১৯ সালে অভিযোগপত্র জমা পড়ে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের ৩১ মে র্পযন্ত সময়ে এবি ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, এনআরবি

কর্মাশিয়াল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংকে ফিরোজ কবিরের নামে এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকে তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভার অ্যাকাউন্টে মোট ৩ কোটি ৯ লাখ টাকা জমা করেন।
রায়ে বলা হয়, অধিকাংশ হিসাব খোলার সময় ফিরোজ কবির অর্থের উৎস চাকরি দেখিয়েছেন। কিন্তু যে ধরনের ও যে অংকের লেনদেন হয়েছে, তা তার বেতন-ভাতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা প্রমাণও তারা দাখিল করতে পারেননি।

“এতে প্রমাণিত হয় যে, জমাকৃত উক্ত অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে দুর্নীতি ও ঘুষ সংক্রান্ত সম্পৃক্ত অপরাধলব্ধ।”

সংসদে নতুন বাজেট পাস

জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট পাস হয়েছে।

সোমবার (২৬ জুন) জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে কণ্ঠভোটে এই বাজেট পাস হয়।

এর আগে গত ১ জুন সংসদে ক্ষমতাসীনদের টানা ১৫তম এবং দেশের ৫২তম বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। ৭ লাখ ৬১ হাজার কোটি ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেন তিনি। এবার তার বাজেট বক্তব্যের শিরোনাম ছিল ‘উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে।’

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার এর আগের অর্থবছরের চেয়ে ১২ দশমিক ৩৪ শতাংশ বড়। বাজেটটি ৫০ লাখ ৬ হাজার ৬৭২ কোটি টাকার প্রাক্কলিত জিডিপির ১৫ দশমিক ২১ শতাংশ।

এবারের বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপির ৫ দশমিক ২ শতাংশ। ঘাটতি মেটাতে বৈদেশিক উৎস থেকে ১ লাখ ২ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাজস্ব হিসেবে ৫ লাখ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

করেছে সরকার। লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংগ্রহ করবে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যন্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে আরও ৭০ হাজার কোটি টাকা।

প্রস্তাবির বাজেটে ব্যয়ের খাতগুলোর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৭৫ হাজার ২৮১ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫৮২ কোটি টাকা।

সূত্র: ইত্তেফাক

বাজেট প্রতিক্রিয়া / সিগারেটে এমআরপি বাধ্যতামূলক ইতিবাচক, প্রয়োগ নিশ্চিত জরুরি

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘সিগারেটের প্যাকেটে লেখা MRP বা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে কোন পর্যায়ে বেশি দামে বিক্রি করা যাবে না’। যা রাজস্ব আদায় ও তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক। কারণ সিগারেটের প্যাকেটে লেখা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রির মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিবছর প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়। এ সিদ্ধান্ত সিগারেট কোম্পানির কর ফাঁকি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ হবে। তবে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিভাগ এবং রাজস্ব বিভাগের জোরালো মনিটরিং জরুরি। যেকোনো ধরণের মূল্য কারসাজির ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার (১ জুন ২০২৩) তামাক কর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও নলেজ হাব বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রতিক্রিয়ায় এসব কথা জানিয়েছে।

পাশাপাশি তামাকের ব্যবহার কমাতে কার্যকর অবদান রাখতো। পাশাপশি তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ কমতো। একইসঙ্গে রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও কার্যকর করতো। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেটের যে মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে তামাক কোম্পানির মুনাফা বাড়বে। একইসঙ্গে তা ধূমপান কমিয়ে আনতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখবে না। যা দেশের জনস্বাস্থ্য পরিস্তিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৩ বছর কারাভোগ শেষে ভারতীয় নাগরিককে ফেরত

বাংলাদেশে এক মেয়ের প্রেমের টানে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে কুষ্টিয়া কারাগারে কারাভোগ শেষে দর্শনা চেকপোস্ট সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকে শেষে ভারতে ফিরলেন আফফান শেখ (২৮) সে ভারতের মুর্শিবাদ জেলার জলংগী থানার সরকার পাড়ার ইসমাইল শেখের ছোট ছেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তজার্তিক জয়নগর সীমান্তের ৭৬ নং মেইন পিলালের কাছে চেকপোষ্ট দিয়ে তাকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও বিজিবি সুত্রে জানাগেছে ২০১৯ সালের কুষ্টিয়া দৌলৎপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে কুষ্টিয়ার এক মেয়ের প্রেমের টানে অনুপ্রবেশ করে আফফান শেখ। বাংলাদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে বর্ডার গার্ড বিজিবি সদস্যারা তাকে আটক করে। বিজিবি সদস্যারা তাকে মামলা দিয়ে কুষ্টিয়া দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করে। পরে আফাফান শেখকে ৩ মাসের কারাদণ্ড দেয় আদালত।আফফান শেখের কাগজপত্র জটিলতার কারনে তাকে ৩ বছর কারাগারে থাকতে হয়। কারাগারে সাজা ভোগ শেষে দুদেশে হাইকমিশনে কাগজ আদান প্রদানে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার দপুরে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে নিজ দেশে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে বিজিবি। ৩ বছর পর বাবাকে দেখতে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন আফফান শেখ।

এ সময় পতাকা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে দর্শনা আন্তজার্তিক জয়নগর ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টের ইনচার্জ এস আই আবু নাঈম, দর্শনা থানার এস আই স্বপন কুমার সরকার, দর্শনা আইসিপি ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার আব্দুল জলিল।

ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন গেদে সহকারি ক্যাম্প কমান্ডার বিএসএফ, ইনচার্জ শ্রী মহেশ, ইমিগ্রেশন ইনচার্জ গোপাল চন্দ্র দে, গেদে কাষ্টমস কর্মকর্তা সুব্রত মন্ডল, কৃষ্ণনগর থানার এস আই সুমন কুমার ঘোষ, কৃষ্ণগন্জ থানার এস আই রতন কুমার, মানবাধিকারকর্মী চিত্তরঞ্জ পাল।

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলওয়ে ষ্টেশনে ভারতীয় ২০টি রেল ইঞ্জিন আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহন

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তের দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলওয়ে ষ্টেশনে বাংলাদেশের উপহার ভারতীয় ২০টি রেল ইঞ্জিন আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহন সম্পূর্ন হয়েছে। এ রেল ইঞ্জিন গ্রহণ উপলক্ষে জাঁকজমক ভাবে সাজানো হয় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলওয়ে স্টেশন। রেল ইঞ্জিন গ্রহণ উপলক্ষে উৎসব মূখর হয়ে ওঠে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলওয়ে স্টেশন চত্বর।

আজ মঙ্গলবার বিকাল ৫টায় মুশলধারায় বৃষ্টির মধ্যে লোকোমোটেড গুলো ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গেদে রেলস্টেশন থেকে দর্শনা রেলস্টেশনে এসে পৌঁছায়। হস্তান্তর উপলক্ষে ভার্চ্যুয়ালী অনুষ্টানে দর্শনা রেলওয়ে স্টেশনে উদ্বোধন করেন ভারতের পক্ষে বক্তব্য রাখেন, রেলওয়ে কমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিকস ও ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য রাখেন রেলওয়ে মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন।



এ সময় রেল মন্ত্রী নৃরুল ইসলাম সুজন বলেন, এ সরকারের উন্নয়ন দেখে বিরোধী দল ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে

প্রধান নির্বাহী রফিকুল ইসলাম, পরিচালক লোকো তসলিম আহমেদ, বিভাগীয় রেলের ব্যবস্থাপক খান শাহ সুফি নুর মোহাম্মদ, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ প্রমুখ।

দর্শনার ধীরু বাউল সহ ১০ জনকে সম্মাননা

অপ সংস্কৃতি রুখতে ও গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকজ অনুষ্ঠান বেশী বেশী প্রচার ও প্রসার করতে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার দুদিন ব্যাপি ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রয়াত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী অডিটোরিয়ামে দুই বাংলার (ভারত-বাংলাদেশ) কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নিয়ে মিলন মেলা ও সম্মেলন অনুষ্টিত হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের লোকসংগীত শিল্পী ও চুয়াডাঙ্গার কৃতি সন্তান ধীরু বাউল ও কলকাতার শিল্পী ড.শিবানি দাসের কন্ঠে লালন সাঁইজির বিখ্যাত বাণী”” মিলন হবে কতদিনে” গানের মধ্যে দিয়ে শুভ সুচনা করা হয়।

কলকাতা বিশ্ববংগ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠনের সভাপতি ড. রাধাকান্ত সরকারের সভাপতিত্বে দুদিন ব্যাপি এ বর্ণাঢ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ফরিদা ইয়াসমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরিদা ইয়াসমিন বলেন দেশে বা বিদেশে মাটিরগান লোকগান বাউল জারিগান, বিচ্ছেদি, যাত্রা নাটক হারাতে বসেছে।এক সময় গ্রামের বাঁশতলা বটতলা, হাটেরমোড়ে, বড় উঠানে এ সব লোকজ অনুষ্টান হইতো, তখন গ্রামের সব বয়সি মানুষ রাত জেগে বসে বসে শুনতো। কত ভালো না লাগতো। বর্তমানে সেই সব মাটিরগান সহ অন্যান্য অনুস্ঠান না থাকায় আমরা যেন রুক্ষ মেজাজি বদ মেজাজি হয়ে বড়দের সম্মান না দিয়ে ইচ্ছেমত চলছি।তবে দেরীতে হলেও কলকাতা বিশ্ববংগ সাংস্কৃতিক সংগঠন যে এতো বড় একটি দায়িত্ব নিয়ে দুই

সোমবার সব বোর্ডের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় মোখার প্রভাবে সোমবার (১৫ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সব বোর্ডের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি।

রোববার (১৪ মে) আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’র কারণে চলমান এসএসসি/সমমান পরীক্ষা ২০২৩-এর কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড, যশোর শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন আগামী ১৫ মে ২০২৩ তারিখ সোমবার অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাগুলো স্থগিত করা হয়েছিলো। তবে ১৫ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার সব বোর্ডের প্রশ্ন অভিন্ন হওয়ায় উক্ত তারিখের সব বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত করা হলো।

এতে আরও বলা হয়েছে, স্থগিত হওয়া পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। ১৬ মে ২০২৩ তারিখ থেকে পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা যথারীতি চলবে।

এর আগে শনিবার (১৩ মে) সকালে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দেশের ছয় শিক্ষাবোর্ডের অনুষ্ঠিতব্য রোববার ও সোমবারের এসএসসি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিলো।

সূত্র: ইত্তেফাক

কক্সবাজার উপকূলে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত

বাংলাদেশের উপকূলের দিকে অতিপ্রবল রূপ ধারণ করে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’। এমন পরিস্থিতিতে কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

শনিবার (১৩ মে) সচিবালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঘূর্ণিঝড় নিয়ে এক সভা শেষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেন, বাতাসের গতিবেগ কমে যাওয়ায় ঘূর্ণিঝড় মোখা সুপার সাইক্লোনে পরিণত হবে না। এটি অতিপ্রবল (ভেরি সিভিয়ার সাইক্লোন) ঘূর্ণিঝড় হিসেবে আঘাত হানবে।

তিনি আরও বলেন, রোববার (১৪ মে) সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৬টার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়টি কক্সবাজার ও মায়ানমারে আঘাত হানবে। এর প্রভাবে কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিনে ৬ থেকে ৯ ফুট এবং ভোলা, বরগুনায় ৩ থেকে ৪ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হতে পারে।

মোখা মোকাবিলায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, কক্সবাজারের ১৬০০ আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এখানে ১৪ টন শুকনো খাবার পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনে সব বাহিনীর সাথে সেনাবাহিনী কাজ করবে।

এদিকে আজ শনিবার সকালে ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’ নিয়ে ১৪ নম্বর বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এতে বলা হয়, আজ রাত থেকে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের উপকূলীয় এলাকায় অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব শুরু হতে পারে।

এ অবস্থায় পায়রা ও মোংলা সমুদ্রবন্দরসমূহকে ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ভোলা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায়

থাকবে।

এদিকে, ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৮-১২ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে। এছাড়া ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ভোলা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৫-৭ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে।

অপরদিকে, অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণ হতে পারে। অতিভারী বর্ষণের প্রভাবে কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলের কোথাও কোথাও ভূমিধস হতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’ নিয়ে ১৪ নম্বর বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’ উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে। ঘূর্ণিঝড়টি আজ শনিবার সকাল ৬টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৮১৫ কি.মি. দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৪৫ কি.মি. দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৮৫ কি.মি. দক্ষিণে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৪৫ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থান করছিলো।

এটি আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর ও ঘণীভূত হয়ে আগামীকাল রোববার (১৪ মে) সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে কক্সবাজার-উত্তর মায়ানমার উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

সূত্র: ইত্তেফাক

আরাভ খানের ১০ বছরের কারাদণ্ড

দুবাইয়ের আলোচিত সোনা ব্যবসায়ী আরাভ খান ওরফে রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে দায়ের করা মামলায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাকে।

মঙ্গলবার (৯ মে) ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ও মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১৪ এর বিচারক মুর্শিদ আহাম্মদের আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

এর আগে রোববার (৭ মে) ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মুর্শিদ আহাম্মদ রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষে রায় ঘোষণার জন্য আজ মঙ্গলবার (৯ মে) দিন ধার্য করে। এ মামলায় ২০ জনের মধ্যে ১০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৮ জানুয়ারি আরাভ খান তার শ্বশুর সেকেন্দার আলীকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায় করতে শ্বশুরের মগবাজারের বাসায় যান। এ সময় একটি গুলি ভর্তি রিভলবারসহ শ্বশুরের বাসার সামনে থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ ঘটনায় আরাভের বিরুদ্ধে রমনা মডেল থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করেন ডিবি পশ্চিমের গাড়ি চুরি প্রতিরোধ ও উদ্ধার টিমের তৎকালীন উপ-পরিদর্শক সুজন কুমার কুন্ডু।

আসামি রবিউল ইসলাম আপনের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ২০১৫ সালের ১ মার্চ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির উপ-পরিদর্শক শেখ হাসান মুহাম্মদ মোস্তফা সারোয়ার। একই বছরের ১০ মে আদালত রবিউলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

এ মামলায় ২০১৮ সালের ১৪ মার্চ জামিন পান রবিউল। এরপর জামিনে গিয়ে পলাতক থাকায় ২০১৮ সালের ২৪ অক্টোবর তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

সূত্র: ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]